ভোরের কাগজ

তারিখ ... OCT. 11 1999
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ২

160

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থা, অধ্যাদেশ পরিবর্তনের পক্ষে মত

মনির হায়দার : বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ পরিবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কোনো আয় নেই, চলে সরকারের টাকায়। অথচ '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনোরকম জবাবদিহিতাও নেই। কমিটির সদস্যগণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে নানা অনিয়ম এবং দুর্নীতিরও কড়া সমালোচনা করেছেন। তারা সবাই একযোগে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান 'অরাজক পরিস্থিতি'তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটিকে অবিলম্বে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বলা হয়। বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সভাপতির অনুমতি ছাড়াই আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করলে কমিটির সকল সদস্য ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং এক পর্যায়ে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী এস এইচ কে সাদেক, আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য উপাধ্যক্ষ আব্দুশ শহীদ, অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, কাজী সিরাজুল ইসলাম, রাজিয়া মতিন চৌধুরী, বিএনপির আলমগীর কবির ও মসিউর রহমান এবং জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ এতে অংশ নেন। শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, বিএনপির আলমগীর কবির অভিযোগ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজের কোনো সমন্বয় নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা ১ হাজার ১০০ জন। এঁদের মধ্যে ৪০০ জনই রয়েছেন বিভিন্ন রকম ছুটিতে। গবেষণার নামে কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে চাকরি করছেন। আর কেউ কেউ দেশেই এনজিও খুলে বসেছেন- ব্যবসা করছেন। কোনো জবাবদিহিতা নেই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগও চলছে অনিয়ম। ইচ্ছামতো খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। চলে দলবাজি।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এস এইচ কে সাদেক বলেন, '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে। সরকারের কাছে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকর কোনো জবাবদিহিতা নেই। তিনি বলেন, যেহেতু দেশে এখন সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান তাই সব প্রতিষ্ঠানেরই জবাবদিহিতা থাকা উচিত। এ কারণে '৭৩-এর অধ্যাদেশটি পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য সদস্যরাও তার এই বক্তব্যে সায় দেন বলে বৈঠক সূত্র জানিয়েছে। তারা বলেন, বর্তমান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক-কর্মকর্তা রয়েছেন। এরপরও খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

বৈঠকে আলোচনার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি কার্যপত্র উত্থাপন করা হয়। এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, বিগত ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পরীক্ষকদের কাছ থেকে যথাসময়ে নম্বর না পাওয়া, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, রেজিস্ট্রেশনে গরমিল, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, সাবজেক্ট কম্বিনেশন সংক্রান্ত গরমিল ইত্যাদি কারণে ২১ হাজার ছাত্রছাত্রীর ফলাফল কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আলোচিত অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে কার্যপত্রে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

বৈঠক সূত্র জানায়, কমিটির সদস্যগণ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টের সূত্র ধরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মশৃঙ্খলা এবং প্রশাসন বলতে কিছু নেই। শত শত ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যের বক্তব্যেই ক্ষোভ ঝরতে থাকে। এক পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক 'খুব বড়ো রকমের কোনো হয়নি' উল্লেখ করে বলেন, 'ঠিক আছে বিষয়গুলো আমি দেখবো'। তার এই বক্তব্যে কমিটির সকল সদস্য প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা বলেন, 'এসব অনিয়মের জন্য দায়ী তো আপনি নিজেই, আপনি আবার দেখবেন কি? আপনি এখন জবাবদিহি করবেন।' শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বৈঠকে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের সাময়িক সনদপত্র সরবরাহ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়ম, ভুল মার্কশিট সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান সকল অনিয়ম দূর করে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের জন্য সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো, গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানো এবং কলেজসমূহে শূন্যপদগুলো পূরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈঠকে জানানো হয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। এ জন্য চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয় ২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৯ লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে ধানমন্ডিতে একটি অফিস ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এর মাসিক ভাড়া তিন লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে ইনস্টিটিউটের অবৈতনিক পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।